R. N No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

৬৪শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২২শে জুন, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

মহকুমার তিনটি কেন্দ্রে কংগ্রেস, দুটিতে সি পি এম জয়ী

বিশেষ প্রতিনিধি : বিগত বিধানসভা নির্ব্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিনটিতে কংগ্রেস এবং দুটিতে সি পি এম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার ১৯টি আসনের মধ্যে ৬টিতে সি পি এম, ৬টিতে কংগ্রেস, ৫টিতে আর এস পি, ১টিতে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং ১টিতে নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। ১৬, ১৭, ১৮ জুন—এই তিন দিন ধরে ফলাফলগুলি ঘোষণা করা হয়েছে। মহকুমার ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল নিম্নরূপ :—
ফরাক্কা : আবুল হাসনৎ খাঁন (সি পি এম) ১৪,৩৩৬, নির্ব্বাচিত। ওয়াজেদ আলি (কংগ্রেস) ৭,৭৫২, তোফয়েল হোসেন সৈয়দ (জনতা) ৯৬৮। নির্দল—ইজরায়েল ১৯০, ওবায়দুর রহমান ২,৩৯৪, জগন্নাথ গুপ্ত ২,৯৬৩, জেরাত আলি ১১,২৪২। **অরঙ্গাবাদ :** লুৎফল হক (কংগ্রেস) ২২,৬৭৫, নির্ব্বাচিত। শহিদুল আলম (সি পি এম) ১৭,৩৬১, মামুদ খাঁন (জনতা) ১,১৮৬। নির্দল- আবদুস সুকুর বিশ্বাস ৭৭, বিনয়ভূষণ সরকার ৩,০৪৭, মহম্মদ শাহজাহান ১,০১৩, এস কে ইয়াদ আলি ৯৯৪, হোসেন আলি ৩,২০৭। **সুতী :** মহঃ সোহরাব (কং) ১৮,৪৪৫, নির্ব্বাচিত। শীষ মহম্মদ (আর এস পি) ১৬,৩০৪, অনিল দাস (জনতা) ১৪,৮০৬, আসরাফউদ্দিন বিশ্বাস (নির্দল) ১৯৪, উমাপতি মণ্ডল (নির্দল) ৫,০৬০। **সাগরদীঘি :** হাজারী বিশ্বাস (সি পি আই—এম) ১১,৩২৪ নির্ব্বাচিত। অতুলচন্দ্র সরকার (কংগ্রেস) ১০,৪৭৭, রমেন্দ্র বিশ্বাস (জনতা) ৩,৭১৬, জয়চাঁদ দাস (নির্দল) ৫,৪৩৫, অশ্বিনীকুমার মহালদার (নির্দল) ৮৭৫, দ্বিজপদ সরকার (নির্দল) ১২৬। প্রদত্ত বৈধ ভোট ৩২,৭০৮। **জঙ্গিপুর :** হাবিবুর রহমান (কং) ২১৩৯৫ নির্ব্বাচিত। মৃন্ময় বাগচি (আর এস পি) ৩৭৪০, আনিসুর রহমান (জনতা) ২৪৪৭, অচিন্ত্য সিংহ (এস ইউ সি) ১১৮৫০, আসরাফ হোসেন (নির্দল) ৮৯৬৪, টি এ নুরন্নবী (নির্দল) ২২৪৫, মহঃ কামালুদ্দিন (মুঃ লীগ) ১২৯।

টিকিটের বদলে ট্রেন থেকে ধাক্কায় বালক আহত, গণপ্রহারে পুলিশও

ধুলিয়ান, ২২ জুন—খবরে প্রকাশ, গাজীনগরের দুই বালক গতকাল বিনা টিকিটে ৩৩২নং ডাউন গয়া প্যাসেঞ্জারে আসছিল। সাঁকোপাড়া হল্টে স্পেশাল চেকিং শুরু হলে চারজন জি আর পি ওই কামরায় ওঠে। তারা বিনা টিকিটে যাওয়ার জন্য বালক দু'জনের কাছে দশ টাকা দাবি করে এবং টাকা না দিতে পারলে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেবে বলে শাসায়। তারা তাদের টাকা দিতে অক্ষম হলে দুর্গা সাহনী নামে একজন জি আর পি দু'জন বালকের মধ্যে মানারুল ইসলাম (তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র) নামে একজনকে সাঁকোপাড়া ও ধুলিয়ান গঙ্গা ষ্টেশনের মাঝে বাগমারী সেতুর কাছে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। তাকে ফেলে দিতে দেখে নুরুল ইসলাম (চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র) নামে দ্বিতীয় বালকটি ভয়ে যাত্রীদের মধ্যে আশ্রয় নেয়। ট্রেনটি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাঠে বিষ ছড়িয়ে গরু বাছুর মারার ফাঁদ

সাগরদীঘি, ২২ জুন—এই থানার মোরগ্রাম থেকে অভিনব উপায়ে গরু-বাছুর ধরে চামরার কারবার গজিয়ে তোলার খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, জনৈক আদিবাসী গ্রামের মাঠের ঘাসে বিষ ছিটিয়ে দিচ্ছে। গরু-বাছুর সেই ঘাস খেয়ে মারা যাওয়ার পর তাদের চামরা ছাড়িয়ে বীরভূম জেলার নলহাটী থানার লোহাপুরে কোন এক চামরা ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করছে। তার ফাঁদে পড়ে এরই মধ্যে গ্রামের অনেক বাছুর মারা গিয়েছে। গত বুধবার গ্রামবাসীরা আদিবাসীটিকে তার অপকর্ম্মের সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং মারধোর করে ছেড়ে দেয়। খবরটি গ্রামবাসী সূত্রের।

জনতা আণ্ডারওয়ার

জঙ্গিপুর, ২০ জুন—গতকাল বিকেলে একটি আণ্ডারওয়ারকে কেন্দ্র করে জঙ্গিপুর শহরে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর নিয়ে জানা যায়, জঙ্গিপুর কেন্দ্রে জনতা দলের পরাজয়ের পর দলের একটি পতাকা কেটে আণ্ডারওয়ার তৈরীর জন্য দরজির দোকানে দেওয়া হয়। জনতা পারটির সমর্থকরা দরজির দোকানে আণ্ডার-ওয়ারটি দেখতে পেয়ে দরজিকে চেপে ধরেন। দরজি আণ্ডারওয়ারের মালিকের নাম বলে দিয়ে রেহাই পান। কিন্তু মালিককে পাওয়া যায়নি। পরে এই কেন্দ্রের পরাজিত 'জনতা' প্রার্থী আনিসুর রহমান এক সাক্ষাৎকারে আমাদের সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন, 'আণ্ডারপ্যান্টের মালিক জনৈক গুণ্ডা।

দুটি চিঠি একটি টাকা

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৯ জুন—এবার জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে মহকুমার ৫টি বিধানসভার ভোট গণনার সময় ব্যালট পেপারের সঙ্গে দুটি চিঠি এবং একটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। এক টাকার নোট টি পাওয়া যায় ১৬ জুন একজন ভোটারের ব্যালট পেপারের সঙ্গে। ওই দিন ফরাক্কা এবং অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের ভোট গণনা করা হচ্ছিল। টাকার সাদা অংশে লেখা ছিল ফরাক্কা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী জেরাত আলির নাম। টাকাটি পেয়ে রিটারনিং অফিসার মীরা সেনগুপ্ত প্রথমে বিব্রত বোধ করেন। পরে তিনি সেটি মহকুমা রেডক্রশ তহবিলে জমা করে নেন।

ব্যালট পেপারের সঙ্গে চিঠি দুটি পাওয়া গিয়েছে ১৭ জুন। ওই দিন সুতী ও জঙ্গিপুর কেন্দ্রের ভোট গণনা চলছিল। জঙ্গিপুর কেন্দ্রের একটি বুথের ভোট গণনার সময় যে চিঠিটি পাওয়া যায় তাতে লেখা ছিল, 'হে আল্লাহ তায়ালা' কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করুন। আমিন। হে আল্লাহ তায়ালা কংগ্রেস কর্মীকে সৎ করুন। আমিন।' সুতী কেন্দ্রের একটি বুথ থেকে পাওয়া দ্বিতীয় চিঠিতে একজন বেকার যুবক তাঁকে একটি চাকরি করে দেওয়ার জন্য যিনি জিতবেন তাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক. মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া. ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আষাঢ় বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

অভিনন্দন

বিগত রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনে এই রাজ্যে বামজোট জনগণের শুধু বিপুল সমর্থনই নয়, হার্দিক আহ্বানও লাভ করিয়াছেন। এই জোটের মধ্যে সি, পি, আই (এম) দল একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগড়িষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। ভিন্ন পরিস্থিতিতে অর্থাৎ সুদীর্ঘ আঠার মাসের এক স্বৈরতন্ত্রী চাপ সহ্য করিয়াও এমন জনসমর্থন, এমন সার্বিক সাফল্য বোধ করি, আর কোন নির্বাচনে কোন দল লাভ করিতে পারেন নাই। বরাবরই সি, পি, আই (এম) দলকে নানা বাধা, নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইয়া কাজ করিতে হইয়াছে। তথাপি দলটি বিশিষ্ট মর্যাদালাভে কোনদিনই বঞ্চিত হন নাই।

কষ্টিপাথরে যাচাই করা হইয়াছে কংগ্রেস ও জনতা দলকে। এই রাজ্যে প্রথমটির স্বরূপ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিবাদ-প্রিয়তা ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধতা; আর দ্বিতীয়টির অস্থিরচিত্ততা। তাই উভয় দলেরই সাংগঠনিক ভিত্তি দুর্বল হইয়াছে; প্রথমটির অবক্ষয়িত; দ্বিতীয়টির অপুষ্ট। সে দিক দিয়া সি, পি, আই (এম) এর সাংগঠনিক দিক অনেক উন্নত; যে দৃঢ়তায় এই দল আজও দীর্ঘকাল পরে নিজ শক্তির বিকাশ দেখাইতে পারিয়াছেন। এই দলের কর্মীদের অটুট নিষ্ঠা অন্যান্য দলের কর্মীদের কাছে ঈর্ষনীয় ও শিক্ষনীয় বিষয়।

এবারের নির্বাচনে সামগ্রিক কাঠামোটি ছিল ভিন্নতর। জনগণ আপন অধিকারকে ন্যায় সম্মত এবং যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার এক স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ পাইয়াছিলেন। এই পরিবেশ পূর্বে অনেক সময় পাওয়া যাইত না। সে হিসাবে কেন্দ্রীয় জনতা সরকার নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।

প্রভাবে পড়িয়া নয়, রাজ্যের সাধারণ মানুষ বহু প্রত্যাশায় বাম-জোটকে সরকার গঠনের সুযোগ দিয়াছেন। কংগ্রেসী কোন্দলসর্বস্বতায় ও স্বৈরতন্ত্রী আচরণে মনে বহু ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। মানুষের দুর্গতি, দেশের সমস্যা প্রভৃতিকে শিকায় তুলিয়া 'পাওয়ার প্রেস্‌টিজ' ও স্বেচ্ছাচারপ্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল তথাকথিত কংগ্রেসীদের মধ্যে। কংগ্রেস হইতে ছিটকাইয়া আসা বহুজনে অন্যান্য দলের সমন্বয়ে যে জনতা দল গড়িয়াছেন, স্বল্পকালের মধ্যেই সে দলেরও কেন্দ্র-রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে কেমন যেন একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব, চোখে পড়িয়াছে। এই দুই পরিস্থিতি মানুষের মনকে স্বাভাবিক কারণেই তিক্ত-বিরক্ত করিয়াছিল, তাই তাঁহারা বামজোটকে সরকার গড়িবার সুযোগ দিয়াছেন রাজ্যের স্থিতিশীলতার কামনায়, মানুষের অপরিসীম দুর্গতির অবসান প্রার্থনায়। বামজোট সরকার যে বিপুল গণশক্তি ও গণভক্তি পাইয়াছেন, তাহার দ্বারা নূতন পশ্চিমবঙ্গ গড়িয়া তুলুন—এই কামনায় আমরাও আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করিয়া জনকল্যাণমূলক কর্মে নবগঠিত রাজ্য সরকারের সামিল হইবার প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ফুটবল টুর্নামেণ্ট

১৫ জুন '৭৭ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় চিঠি-পত্র কলমে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতামত পড়ে চক্ষু স্থির আমার। দু' বছরের শিশু সাগরদীঘি স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন হুইলার শীল্ড ইত্যাদির পাশে নিজের খুদে প্রচেষ্টাকে জেলার সর্ব্ববৃহৎ 'টুর্ণামেণ্ট' বলে দাবি করবে? মাফ করবেন, ২৫ মে '৭৭ সংখ্যার 'খেলার খবর' শীর্ষক সংবাদে স্পষ্ট অক্ষরেই লেখা আছে—'.....শীল্ড সর্ব্ববৃহৎ'। সুভাষবাবু, এস, এস, এ-র একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে আপনাকে জানাচ্ছি—আমাদের দাবি 'টুর্ণামেণ্ট' এর আয়োজনে বা মর্যাদায় নয়, শীল্ড এর আয়তনে। ১ জুন '৭৭ সংখ্যার এই পত্রিকায় এ্যাসোসিয়েশন-এর যে বিজ্ঞপ্তি রয়েছে তাতে উইনার্স শীল্ড এর পরিমাপ দেখে আপনার জ্ঞাত সমস্ত 'চলতি টুর্ণামেণ্টগুলির' শীল্ড এর আয়তন দয়া করে মিলিয়ে নিন না।

—সুজিত মুখোপাধ্যায়, সাগরদীঘি।

গণ অনশন

বহরমপুর, ১৮ জুন—বহরমপুর টেকস্‌টাইল কলেজের ছাত্ররা বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে গত ২৫ এপ্রিল থেকে যে আন্দোলন করছিলেন, তাকে জোরদার করার জন্য তাঁরা গত ১৫ জুন থেকে গণ অনশন শুরু করেছেন।

আদম-গাদম উৎসব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জন্মানয় ফাঁকা মাঠে এই অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। ঝড়ের কোন লক্ষণ ছিল না অথচ ঠিক অনুষ্ঠানের সময় মাঠে প্রচণ্ড ঝড় এসে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপাদন হয় এবং অনুষ্ঠানটি আবার জলে করা হয়।

পরদিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন 'ধানবোনা' অনুষ্ঠান হয়। কৃষিতে উন্নতির প্রতীক এই অনুষ্ঠান। ছাই মেখে ভক্তরা মুঠো মুঠো ধান নিয়ে উৎসবের জায়গায় লাফিয়ে লাফিয়ে ধান বোনেন। তারপর তাঁরা সারি-বদ্ধভাবে শুয়ে পড়েন। কখনও উপুড় হয়ে কখনও বা চিৎ হয়ে। এই সময় ঢাক বাজে। ঢাকের বাজনার তালে তালে ভক্তরা শুয়ে শুয়ে পা নাড়ান, মুখে বলেন, এই, এই, এই ..। এর নাম 'ভক্তখাটা' অনুষ্ঠান। দুপুরে আদম-গাদমকে আবার তোলা হয় জল থেকে। চড়ক অনুষ্ঠানের জন্য গর্ত খুঁড়ে আদমকে পোঁতা হয়। বাতা দিয়ে গোল করে আদমকে ঘেরা হয়। মাথায় আড়া বেঁধে চারদিকে দড়ি ঝোলানো হয়। নীচে বেড় ঘোরানো হয়, ভক্তরা দড়িতে ঝুলে ঘোরেন। আমরা ক্যালেণ্ডারে যে চড়কের ছবি দেখি, এখানকার চড়ক উৎসব হুবহু সেই রকম। চড়কের পাশে নতুন থানের ওপর গাদমকে শুইয়ে রাখা হয় গহনা পরিয়ে। গাদমের সোনা, চাঁদি, রূপো সব রকমের গহনা আছে। যাঁরা মানত করেন, এই সব গহনা তাঁদেরই উপহার। থানের ওপর প্রণামীর পয়সা পড়ে। সেদিন রাত্রি জাগরণ হয়। হাজার হাজার দর্শক উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রামের ১০৮টি ঢাক আসে। একজন মূল ঢাকী তাঁদের আহ্বান জানান ঢাক বাজাবার জন্য। চারদিকে লোক ঘিরে থাকে, দুজন করে ঢাকী আসেন এবং গানের মত যুগলবন্দী বাজনা হয়। সারা বছর যে প্রশিক্ষণ হয়, এদিন ঢাক বাজানোর প্রতিযোগিতা তারই পরীক্ষা বলা চলে। বাজনা শেষে ঢাকীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। ষোলশ' বালা ভক্ত এবং ১০৮টি ঢাকের বাজনা আদম-গাদম উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ।

পয়লা বৈশাখ দুপুরে আদম-গাদমকে আবার মণ্ডপে রাখা হয়। পূজো, মানত এবং দুধ ঢালার পর্ব চলে। দুধ বেশী ঢালেন মেয়েরাই। এসব পর্ব শেষে আদম-গাদমকে যথাস্থানে ডুবিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এদিন যাত্রাগান, কবিগান হয় এবং সরকারী বিভিন্ন রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। পয়লা বৈশাখের পর প্রথম মঙ্গলবারে আবার তোলা হয় জল থেকে এবং পীঠস্থানে রাখা হয়। পূজো করা হয় এবং মেয়েরা দুধ-গঙ্গাজল ঢালেন। পীঠস্থানে একটি চৌবাচ্চা আছে, সেটি দুধ-গঙ্গাজলে ভর্তি হয়ে যায়। পূজোর পর আদম-গাদমকে আবার ডুবিয়ে রাখা হয় দুধঘাটি পহতে এক বছরের জন্য। তারা বার মাস ওইখানেই ডুবে থাকে, জল বাড়লে বা কমলেও কোথাও সরে যায় না। শোনা যায়, একবার পূজোর ত্রুটির জন্য তারা সরে গিয়েছিল। ভক্তরা স্বপ্ন পেয়ে তাদের তুলে নিয়ে এসে পূজো করে-ছিলেন। সেটা ছিল পয়লা বৈশাখের পর প্রথম মঙ্গলবার। সেই থেকে সেই দিনটিতে বাড়তি পূজোর প্রচলন হয়েছে।

লক্ষ্মীপুরে জোড়া খুন

অরঙ্গাবাদ, ২২ জুন—সুতী থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে গতকাল একই পরিবারের দু'জন নিহত হয়েছেন। পুলিশী সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ঘরোয়া বিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে হানিফ সেখের লোকজন আবদুস সাত্তার নামে একজনকে ওই দিন সকালে খুন করে। পরে নিহত ব্যক্তির লোকজন হানিফ সেখকে হত্যা করে। নিহত আবদুস সাত্তার ও হানিফ সেখ পারিবারিক সম্পর্কে পরস্পরের চাচা-ভাতিজা।

কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ

রঘুনাথগঞ্জ, ২১ জুন—ছাত্রনেতা চিত্ত মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস এবং সারা ভারত জাতীয় কংগ্রেস সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। আজ এক বিবৃতিতে তিনি একথা জানিয়েছেন।

লরি চাপায় নিহত

ধুলিয়ান, ২০ জুন—জাতীয় সড়কে ফরাক্কা থানার জিগরী সেতুর উত্তর দিকে দশ বছর বয়সের একটি মেয়ে লরি চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। তার নাম নাইমা খাতুন। তাকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে লরিটি রাস্তার পাশে খাদে উল্‌টে পড়ে।

মানিকনগরে
আদম-গাদম উৎসব

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/সত্যনারায়ণ ভকত

বেলডাঙ্গা থানার মানিকনগর গ্রাম আদম-গাদম উৎসবের পীঠস্থান। বহরমপুর থেকে বাসে বেলডাঙ্গা হয়ে আমতলা রুটে কালীতলায় নেমে মাইল দুয়েক মেঠো রাস্তা ভেঙ্গে পীঠস্থানে পৌছতে হয়। ৯০ মাইল দীর্ঘ ভাণ্ডারদহ বিলের পশ্চিম তীরে কালান্তরের কাছাকাছি গ্রামটি অবস্থিত। মানিকনগরের উল্টো দিকে অর্থাৎ ভাণ্ডারদহের পূর্ব পারে নওদা থানার কেদারচাঁদপুর গ্রাম। আদম-গাদম উৎসবের কটা দিন মানিকনগর গ্রাম আনন্দে ভরপুর থাকে। উৎসবটি চরক পূজোর একটি অঙ্গ। এই উপলক্ষে গ্রামে মেলা বসে। একে বলা হয় 'আদম-গাদমের মেলা'। মেলায় আগে বেশ জাঁকজমক হতো। ছবি, কাপড়, মনোহারী, ফল, মাদুর প্রভৃতির দোকান বসতো এবং সারকাস, পুতুলনাচ প্রভৃতি আসতো। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, প্রস কোয়ারটার বসতো মেলায়। বারবণিতারা লাইসেন্স নিয়ে মেলায় দেহের ব্যবসা করতো। অনেক উৎসব দেখেছি, অনেক মেলায় ঘুরেছি কিন্তু মেলায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস কোয়ারটারের কথা কোথাও শুনিনি। প্রথম শুনলাম মানিকনগর গ্রামে আদম-গাদমের মেলায় এসে ডঃ কৃষ্ণগোপাল মণ্ডলের মুখে। ডঃ মণ্ডল এই গ্রামেরই ছেলে। তিনি বললেন, কয়েক বছর আগেও মেলার যে জুলুস ছিল এখন আর নাই। দেখলাম কয়েকটা মিষ্টির দোকান, টুকটাক কিছু জিনিসের দোকান আর সাঁইত্রিশ ফুট লম্বা ইটের তৈরী আদম-গাদমের বেদী। বেদীর ঠিক পাশেই দুধঘাটি অর্থাৎ ভাণ্ডারদহের একটি ডাঁরা। এখানেই আদম-গাদমকে সারা বছর ধরে ডুবিয়ে রাখা হয়। তোলা হয় চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন। উৎসবের তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করলেন গ্রামের সত্যকিঙ্কর মণ্ডল এবং তাঁর পুত্র স্বপন মণ্ডল।

আদম-গাদম দুটো শালকাঠ। আদম পুরুষ, লম্বায় প্রায় ৩৬ ফুট, গোল চিকন। গাদম স্ত্রী, একটু ট্যারা-বাঁকা অমসৃণ। কথিত আছে, আদম গাদম বহু বছর আগে বেলডাঙ্গা থানার মানিকনগর গ্রামের অদূরে বিষণ্ণনগর বা বিশোরপুকুর গ্রামের কাছাকাছি কোন এক মাঠে উলুখড়ের বনের মধ্যে ছিল। সেই বনে একদিন আগুন লেগে যায়। বেলডাঙার গোয়ালারা ওই পথ দিয়ে দুধ নিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করত। সেদিনও গোয়ালারা যাচ্ছিল। আগুনের ভেতর থেকে হঠাৎ তারা শুনতে পেল, 'পুড়ে মরলাম, আমাদের বাঁচাও।' এই কথা শুনে তারা সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকাল। কিন্তু কোথাও কোন মানুষ দেখতে না পেয়ে দুধ নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর আর একজন গোয়াল ওই পথ দিয়ে যেতে যেতে উলুখড়ের বনের আগুন থেকে একই কথা শুনতে পেল। সে কৌতুহল বশে আগুনের কাছে এগিয়ে গেল। দেখতে পেল দুটো কাঠ গড়াগড়ি দিচ্ছে আর আগুনের লেলিহান শিখা তাদের পেছন পেছন ছুটছে। সেই দৃশ্য দেখে গোয়াল তাড়াতাড়ি তার দু'হাঁড়ি দুধ ঢেলে আগুন নিবিয়ে দিল। চলে আসার সময় পেছন থেকে শুনতে পেল, 'দুধের হাঁড়িতে জল নিয়ে যা।' গোয়াল হাঁড়িতে জল ভরে নিয়ে বাড়ি গিয়ে দেখল দু'হাঁড়ি জলই সোনা হয়ে গিয়েছে। বেলডাঙ্গার বিখ্যাত সেই ঘোষ পরিবারকে আদম-গাদম একদিন স্বপ্নে আদেশ দিল, 'আমরা মানিকনগরে দুধঘাটি পহতে উঠছি তোরা পূজো দিস।' সেই থেকে এই উৎসবের পত্তন হল। আদম-গাদমকে সারা বছর এই দুধঘাটি পহতে অর্থাৎ ভাণ্ডারদহের খালে ডুবিয়ে রাখা হয়। অথচ তারা পচে না এবং শামুক বা গুগুলি তাদের গায়ে লাগে না।

প্রত্যেক বছর ২৫ চৈত্র থেকে মূল উৎসব শুরু হয়। যাঁরা উৎসব এবং পূজো পরিচালনা করেন তাঁদের বলা হয় ভক্ত বা সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীদের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা থাকে না। কোন বছর কমে, কোন বছর বাড়ে। আদম-গাদমকে স্পর্শ করার অধিকার একমাত্র ভক্তদের ছাড়া আর কারো নাই। ভক্তদের পরনে থাকে নতুন কোরা ধুতি, নতুন গামছা, হাতে বেতের ছড়ি, গলায় উত্তরীয় এবং তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা। সম্পূর্ণ উৎসব পরিচালনার জন্য পাঁচটি বিভাগে পাঁচজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সন্ন্যাসী, দেবকোটাল, দিয়াসীন, হাজরাভাটা এবং ফুলে আগুন সেই পাঁচটি দপ্তরের নাম। সন্ন্যাসী সকলের প্রধান, তিনি হুকুম করবেন দেবকোটালকে। দেবকোটাল ভক্তদের দিয়ে নির্দিষ্ট কাজ করাবেন। দিয়াসীন খোঁজখবর রাখবেন এবং মানতের জিনিস পত্র দেখাশোনা করবেন; মানত ও আবেদন করতে হয় তাঁরই মাধ্যমে। হাজরাভাটার কাজ অনুষ্ঠান সম্পাদন করা এবং ফুলে আগুনের কাজ কুল গাছ পোড়ানো। ২৫ চৈত্র এঁরা সকলে ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করেন। দু'দিন পর ২৮ চৈত্র হয় গঙ্গাযাত্রা; ভক্তরা সেদিন গঙ্গাস্নান করতে যান।

২৯ চৈত্র সম্পন্ন হয় উৎসবের অধিকাংশ অনুষ্ঠান। সকালে ভক্তরা ছোট ছোট কাঠের দুটো শিব নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করেন। এটাই রেওয়াজ। আদম-গাদমের সন্তান বলা হয় ছোট কাঠ দুটোকে। চাল, ডাল, সবজী, টাকা-পয়সা, তেল-সিঁদুর, দুধ প্রভৃতি সকলের বাড়ি থেকে দেওয়া হয়। ভক্তরা যখন ভিক্ষে করতে আসেন, বাড়ির মেয়েরা তাঁদের পায়ে জল ঢেলে দেন, শিবকে তেল সিঁদুর মাখিয়ে দেন এবং আম দুধ দেন। এদিন দুপুরে পান-সুপারি নিয়ে ভক্তরা হাজরা ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁরা দুধঘাটি পহতে গিয়ে বলেন, 'বাবা হাজরা ঠাকুর, তোমার নেমন্তন্ন থাকলো।' বিকেলে ভক্তরা সারি হয়ে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে জল স্পর্শ করেন। তাঁদের হাতে থাকে ছোট ছোট মাটির সরা। সরায় আতপ চাল, কলা এবং কাঁচা আম থাকে। পুরোহিত মন্ত্র পড়েন, ভক্তরা স্নান করেন। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'ভক্তস্নান'। সন্ধ্যায় হোমাগ্নি জ্বালানো হয়। একে বলা হয় 'হোম'। পবিত্র হওয়ার জন্য প্রত্যেক ভক্ত হাতে একটি করে মশাল নিয়ে হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচেন। নাচতে নাচতে বলেন, 'বাবা বল্ল শিবো, হরিবোল, বাবা মহাদেব।' মাঝে মাঝে একজন ভক্ত প্রত্যেকের মশালে ধূপ ছিটিয়ে দেন। মশাল গনগন করে জ্বলে ওঠে। পরে ফুটবল মাঠের গোলপোষ্টের মত দুটো খুঁটি পুঁতে মাথায় বার বাঁধা হয়। বারের ঠিক নীচে গর্ত খোঁড়া হয়। 'ফুলে আগুন' কুলগাছ কেটে নিয়ে আসেন এবং খড় আনা হয়। কুলের কাঠ এবং খড় সেই গর্তে রেখে ভক্তরা তাঁদের মশাল তার ওপর ফেলে দেন। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ভক্তরা বার ধরে সেই আগুনের ওপর ঝোলেন। ভক্তস্নানের পর এবং হোমের ঠিক আগে দুধঘাটি পহ (পহ অর্থে খাল) থেকে তোলা হয় আদম-গাদমকে। আগে আদম-গাদমকে জলপথে ভাসিয়ে নিয়ে আসা হত, এখন ভক্তরা ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে আসেন। মণ্ডপে ক্রশ ষ্ট্যাণ্ডের ওপর তাদের শুইয়ে দেওয়া হয়। তোলার পর ভক্তরা প্রত্যেকে বেতে করে আকন্দ ফুলের মালা নিয়ে আসেন। পরে সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে 'বাটা' (নৈবেদ্য) দেওয়া হয়। আগে এই অনুষ্ঠানে বলিদান হত। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বনমালী সাধু নামে একজন সন্ন্যাসী এখানে আসেন এবং বলিদান প্রথা উচ্ছেদ করেন। গ্রামবাসীরা বনমালী সাধুর বিধান মেনে নেন। এখন বাটাপূজোর পর আদম-গাদমকে আবার জলে রেখে আসা হয়। হোমের দিন বোলান গান হয়।

ভোররাত্রে হয় 'হাজরাভাটা' নামে একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে একজন মূল ভক্ত মাছ এবং খিচুড়ি রান্না করেন এবং মাটির হাঁড়িতে করে সেই খিচুড়ি মাথায় নিয়ে এক বুক জলে নামেন। সাতজন ভক্ত মূল ভক্তকে হাত ধরাধরি করে ঘিরে ব্রতচারী নৃত্যে লাঠিখেলার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। জলে দাঁড়িয়ে জোরে চিৎকার করে বলেন, 'বাবা হাজরা ঠাকুর বছর অন্তর খাসা ভোগ তৈয়ার হয়েছে, বাবা আসুন, ষোলশ' বালাভক্ত কষ্ট পাচ্ছে' —কোন বছর এভাবে সাতবার ডাকতে হয়, কোন বছর দু'বার। কিছুক্ষণ এভাবে ডাকার পর জলে প্রচণ্ড শব্দ হয়, মাথায় মাটির হাঁড়িটি ফেটে যায় এবং মূল ভক্ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তিনি শক্ত হয়ে যান এবং তাঁকে মণ্ডপে এনে শুইয়ে রাখা হয়। কেউ কেউ একে অপদেবতার কাজ বলে থাকেন। জলে হাজরাভাটা অনুষ্ঠান সম্পাদনে একবার মানুষের মনে অবিশ্বাস

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টিকিটের বদলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধুলিয়ানগঙ্গা ষ্টেশনে এসে থামলে যাত্রী এবং জনতা লাইন অবরোধ করেন এবং জি আর পি দুর্গা সাহনীকে ধরেন। এই সময় আরো তিনজন জি আর পি দুর্গা সাহানীকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে হাতাহাতি শুরু হয় এবং গণ-প্রহারে চারজন জি আর পি জখম হন। সামসেরগঞ্জ পুলিশের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্বে আসে। ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া বালকটিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় লাইনের ধারের আকন্দ গাছের ঝোপ থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রায় এক ঘন্টা দেরীতে লাইন অবরোধ মুক্ত হলে ট্রেনটি ধুলিয়ানগঙ্গা ষ্টেশন ছাড়ে। আহতদের সকলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিরাট নরকঙ্কাল

সাগরদীঘি, ২১ জুন—মনিগ্রাম থেকে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে সেখানকার গর্গ মুনির ঢিপির মাটি গলে যাওয়ার পর বিরাট একটি নরকঙ্কাল শায়িত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এর হাড়গুলি সমস্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে, মাটির মতো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মুনি-ঋষিরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করতেন বলে গ্রামবাসীরা অনুমান করছেন নরকঙ্কালটি সেই আমলের।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট

২১'৫০ পঃ মূল্যে

পাওয়া যাচ্ছে

মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)

জঙ্গিপুর ফোন—২১

সৌজন্যে : **মুন্দ্রা বস্ত্রালয়**

জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

রঘুনাথগঞ্জ (জঙ্গিপুর) বাসিগণের

সুবর্ণ সুযোগ !

(২১শে জুন '৭৭ হইতে ২০শে জুলাই '৭৭ পর্য্যন্ত)

আপনার জামা কাপড় সবচেয়ে পরিষ্কার, সবচেয়ে সাদা করে

'হোয়াইট কিং'

এই কুপন জমা দিয়া আপনার নিকটস্থ দোকান হইতে হোয়াইট কিং প্যাকেট (৫০০ গ্রাম) ক্রয় করিলে প্রতি প্যাকেটে পঞ্চাশ (৫০ পঃ) ছাড় পাওয়া যাইবে, সঙ্গে একটি করে নেটের ব্যাগ। এই সুযোগ আপনার জন্য, অবশ্যই হারাইবেন না।

—ঃ প্রস্তুতকারক ঃ—

এস, টি, এম, কেমিক্যালস এণ্ড এ্যালয়েড কর্পোরেশন

জি, এন, রোড, রাণাঘাট—৭৪১২০১

পোষাকের যত্ন নিন, 'হোয়াইট কিং'-এ কাচুন !

EOMITE

PAINTS

A Colourful Blend Of Quality

&

Service

PAMMEL, KINGLAC, KING Q D.

for Painting Doors & Windows.

BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER

for Walls Exterior & Interior.

They reflect your good living style.

BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.

—: Special Stockist :—

S. K. Roy Hard Ware Stores.

Raghunathganj : Murshidabad

Phone No. 4

আপনার সৌন্দর্য্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।